51st BCS Preli Written Combined Program

51st BCS Pioneer Service

Daily Live Exam Bangla Literature-01

MCQ Master Set: 1 (Question & Solution)

Question 1

চৈতন্য প্রভাবের সর্বোৎকৃষ্ট ফসল কোনটি?

- A মঙ্গলকাব্য
- B বৈষ্ণব সাহিত্য ✔
- C রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
- D অনুবাদ সাহিত্য

Solution:
চৈতন্য-জীবনচরিতগুলো বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেও চৈতন্য প্রভাবের সর্বোৎকৃষ্ট ফসল পদাবলি সাহিত্য। চৈতন্য প্রভাবেই বাংলা ভাষা গোঁড়া ব্রাহ্মণের নিকটও সংস্কৃতের ন্যায় আদরণীয় হয়ে উঠে। বৈষ্ণব পদাবলি ও জীবনী সাহিত্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে গতানুগতিকতার ধূলিধূসর পথ থেকে প্রেম সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মলোকের আলোক তীর্থে নিয়ে গেছে।

Question 2

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত নাম কী?

- A নিমাই
- B বিশ্বম্ভর ✔
- C জগন্নাথ
- D মৃত্যুঞ্জয়

Solution:
চৈতন্যের বাল্য নাম ছিল নিমাই, দেহবর্ণের জন্য নাম হয় গোরা বা গৌরাঙ্গ, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বিশ্বম্ভর, সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- সংক্ষেপে ‘চৈতন্য’ নামে পরিচিত হন।

Question 3

চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ ‘চৈতন্য-মঙ্গল’ এর রচয়িতা-

(A) বৃন্দাবন দাস

(B) লোচন দাস ✔

(C) মুরারীগুপ্ত

(D) বিজয়গুপ্ত

Solution:
‘চৈতন্য-ভাগবত’ বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী গ্রন্থ। তাঁর দ্বিতীয় জীবনী গ্রন্থ লোচন দাসের ‘চৈতন্য-মঙ্গল’।

Question 4

বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা কে?

(A) বলরামদাস

(B) জয়দেব ✔

(C) জ্ঞানদাস

(D) বিদ্যাপতি

Solution:
বাঙালি কবি জয়দেবকে বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা বলা হয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত ‘গীতগোবিন্দম’ কাব্যটি আদি বৈষ্ণব পদাবলির নিদর্শন। তবে তা বাংলা ভাষায় নয়, সংস্কৃতে।

Question 5

বড়ায়ি চরিত্রটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?

(A) প্রাকৃতপৈঙ্গল

B. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ✔

C. মনসামঙ্গল

D. পদ্মপুরাণ

Solution:
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে তিনটি প্রধান চরিত্র আছে: কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি।

Question 6

শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে?

A. ভাবরস

B. মধুর রস ✔

C. প্রেমরস

D. লীলারস

Solution:
কাব্যসাহিত্যে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীর, অদ্‌ভুত, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত, বাৎসল্য-রসের সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার ভাব থেকে রসের উৎপত্তি। বৈষ্ণব সাহিত্য ও সাধনার পাঁচ পন্থা- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস। বৈষ্ণব পদাবলির মধুর রসের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের রূপকাশ্রয়ে ভক্ত ভগবানের নিত্য বিরহমিলনের লীলাবৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

Question 7

‘সঙ্গীত মাধব’ নাটকটি কার লেখা?

A. গোবিন্দদাস ✔

B. কানাহরি দত্ত

C. দ্বিজ রামদেব

D. ঘনরাম চক্রবর্তী

Solution:
মধ্যযুগের কবিগণের মধ্যে গোবিন্দ দাসের নাটকের নাম ‘সঙ্গীত মাধব’।

Question 8

চর্যাপদের রচনা শুরু হয়-

(A) পাঠান যুগে

(B) পাল যুগে ✔

(C) সুলতানি যুগে

(D) সেন যুগে

Solution:
পাল সাম্রাজ্য/ আমলের সময়কাল ছিল ৭৫০-১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে চর্যাপদের রচনাকাল ৭ম শতকে (৬৫০-১২০০)। সুকুমার সেনের মতে ১০ম শতকে (৯৫০-১২০০)। অর্থাৎ চর্যাপদের রচনাকাল শুরু হয় পাল আমলে।

Question 9

"এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওঁর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর" -পদটির রচয়িতা কে?

(A) জয়দেব

(B) বিদ্যাপতি ✔

(C) চণ্ডীদাস

(D) গোবিন্দদাস

Solution:
বিদ্যাপতি বাঙালি কবি ছিলেন না, বাংলায় একটি পদও রচনা না করেও তিনি বাঙালি বৈষ্ণবদের গুরুর মর্যাদা পান। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছেন।
বিদ্যাপতির উল্লেখযোগ্য পদসমূহ:
১. "এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওঁর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর\"
২. "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর\"
৩. "নব অনুরাগিনী রাধা।
কিছু নাহি মানএ বাধা\"

Question 10

চর্যাপদের কোন কবি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ রচনা করেন?

- A কাহ্নপা
- B ভুসুকুপা ✔
- C শবরপা
- D লুইপা

Solution:
চর্যাপদের সর্বাধিক ১৩টি পদ রচনা করেন- কাহ্নপা।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ লেখেন- ভুসুকুপা (৮টি)।

Question 11

চর্যাপদ কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?

- A জৈন
- B শৈব
- C সনাতন হিন্দু
- D সহজিয়া বৌদ্ধ ✔

Solution:
বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের প্রথম নিদর্শন হলো চর্যাপদ। এটি সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা রচিত। তাদের মতে সমস্ত সত্যই দেহের মধ্যে অবস্থিত, সেই সত্যই ‘সহজ’।

Question 12

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন কোনটি?

- A শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
- B মহাভারত
- C রামায়ণ
- D চর্যাপদ ✔

Solution:
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদ। যার আরেক নাম চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি। যা আবিষ্কার হয় ১৯০৭ সালে।

Question 13

চর্যাপদ কত বঙ্গাব্দে আবিষ্কৃত হয়?

A ১৩২৬

B ১৩২৩

C ১৩১৪ ✔

D ১৩১৬

Solution:
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে বাংলা ১৩১৪ বঙ্গাব্দে (১৯০৭ সালে) চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ সালে) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে "হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা" নামে প্রকাশ করেন।

Question 14

'হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী' পঙক্তিটি কোন পদকর্তার?

A ভুসুকুপা

B শবরপা

C ঢেণ্ডণপা ✔

D কঙ্কনপা

Solution:
ঢেণ্ডণপা ৩৩নং পদে লিখেছেন "টালত মোর ঘর নাহি পরবেষী, হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।" লোক শূন্য প্রতিবেশীহীন আমার বাড়ি। হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ প্রেমিক এসে ভিড় করে।

Question 15

চর্যাপদের ভাষা বঙ্গকামরূপী বলে দাবি করেছেন-

A ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

B ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ✔

C সুকুমার সেন

D ড. আহমদ শরীফ

Solution:
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের ভাষা বঙ্গকামরূপী।
ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, চর্যাপদের ভাষা সান্ধ্যভাষা বা আলো আঁধারি ভাষা।

Question 16

চর্যাপদের পদকর্তা লুইপা কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন?

A তাম্রলিপ্ত

B সমতট

C হরিকেল

D রাঢ় ✔

Solution:
লুইপা প্রবীণ বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য ও চর্যাপদের কবি। তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারনাথের মতে, লুইপা পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার ধারে বাস করতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, লুইপা রাঢ় অঞ্চলের লোক। চর্যাপদের প্রথম পদটি রচনা করেন লুইপা। চর্যায় তিনি মোট দুটি (১ ও ২৯ সংখ্যক) পদ লিখেছেন।

Question 17

নিম্নোক্তদের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের কবি নন-

A বলরামদাস

B জয়দেব

C লোচনদাস

D বিজয়গুপ্ত ✔

Solution:
বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের কবি: বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, লোচনদাস।
বিজয়গুপ্ত মঙ্গলকাব্য ধারার কবি।

Question 18

অন্ধকার যুগের প্রথম নিদর্শন কোনটি?

(A) সেক শুভোদয়া

(B) প্রাকৃতপৈঙ্গল ✔

(C) রামায়ণ

(D) শূন্যপুরাণ

Solution:
অন্ধকার যুগের প্রথম নিদর্শন ও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত প্রাকৃতপৈঙ্গল নামক একটি গীতিকবিতার সংকলন, যার ছন্দ ও ভাষা প্রাকৃত বা আদি পর্যায়ের বাংলা।

Question 19

কোনটি চর্যাপদের আবিষ্কারের সাথে জড়িত নয়?

(A) সরহপাদের দোহা

(B) কৃষ্ণপাদের দোহা

(C) ডাকার্ণব

(D) চর্যাগীতি কোষ বৃত্তি ✔

Solution:
১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবারের রয়েল লাইব্রেরি হতে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। চর্যাপদের সাথে সরহপাদের দোঁহা, কৃষ্ণপাদের দোঁহা ও ডাকার্ণব নামের আরও ৩টি বই আবিষ্কৃত হয়। চর্যাপদ বাদে বাকি ৩টি বই অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। অন্যদিকে চর্যাগীতি কোষ বৃত্তি হলো চর্যাপদের তিব্বতি ভাষার অনুবাদ।

Question 20

কোনটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খণ্ড নয়?

(A) ভারখণ্ড

(B) নৌকাখণ্ড

C বংশীখণ্ড

D রাধাখণ্ড ✔

Solution:
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মোট তের খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলো হলো: জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ।

Question 21

বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয় কাকে?

A চণ্ডীদাস ✔

B জ্ঞানদাস

C গোবিন্দদাস

D বিদ্যাপতি

Solution:
বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি কবি এবং পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। তিনি চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি ছিলেন। চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলির দুঃখের কবি, সত্যের কবি, বিরহের এবং পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি।

Question 22

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের নামকরণ করেন কে?

A বড়ু চণ্ডীদাস

B হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

C বসন্তরঞ্জন রায় ✔

D ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

Solution:
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের নামকরণ করেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। তিনি ১৯০৯ সালে বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের এক গোয়ালঘর থেকে এই পুঁথিটি আবিষ্কার করেন এবং ১৯১৬ সালে নিজের দেওয়া 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে এটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

Question 23

চর্যাপদের কোন পদ টাকাকার কর্তৃক ব্যাখ্যা করা হয়নি?

A ১০

B ১১ ✔

C ১২

D ১৩

Solution:
চর্যার প্রাপ্ত পুঁথিতে একান্নটি গান ছিল। তার মধ্যে একটি (১১ সংখ্যক) পদ টীকাকার কর্তৃক ব্যাখ্যা করা হয় নি। আবার পুঁথির কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায় তিনটি সম্পূর্ণ (২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক) পদ এবং একটি (২৩ সংখ্যক) পদের শেষাংশ পাওয়া যায় নি।

Question 24

‘হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে’- পদটির রচয়িতা কে?

A চণ্ডীদাস

B জ্ঞানদাস ✔

C বিদ্যাপতি

D গোবিন্দদাস

Solution:
জ্ঞানদাস রাধার বেদনাকে পরিস্ফুট করে তুললেও তাকে ‘হর্ষোৎফুল্ল মিলন-ব্যাকুলা সুরসিকা নায়িকা’ হিসেবে রূপ দিয়েছেন। জ্ঞানদাস চৈতন্যপরবর্তী কবি বলে ভাবের বৈচিত্র্য দেখিয়েছিলেন। ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে জ্ঞানদাস যে লিরিক প্রেমবেদনার বিশিষ্ট অনুভূতির রূপ দিয়েছিলেন তাতেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। বিরহের মর্মস্পর্শী আর্তি ফুটে উঠেছে জ্ঞানদাসের কবিতায়:
‘হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে’।

Question 25

চর্যাপদের ধর্মমত নিয়ে প্রথম কে আলোচনা করেন?

A ড. সুকুমার সেন

B ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ✔

C ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

D ড. রাধাগোবিন্দ বসাক

Solution:
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার 'Buddhist Mystic songs' গ্রন্থে চর্যাপদের ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, ১৯৩৮ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন।

Question 26

বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের মূল উপজীব্য-

A ধর্মীয় আখ্যান

B লোকজ সংস্কৃতি

C রাধা-কৃষ্ণ ✔

D কোনটিই নয়

Solution:
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে এই অমর কবিতাবলির সৃষ্টি এবং বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদের সম্প্রসারণে এর ব্যাপক বিকাশ।
বৈষ্ণব মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই প্রেম সম্পর্ককে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার রূপকের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন। রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের রূপাশ্রয়ে ভক্ত ও ভগবানের নিত্যবিরহ ও নিত্যমিলনের অপরূপ আধ্যাত্মিক লীলা কীর্তিত হয়েছে।

Question 27

কোন কবি 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' হিসেবে খ্যাত?

A বলরামদাস

B গোবিন্দদাস ✔

C জ্ঞানদাস

D লোচনদাস

Solution:
গোবিন্দদাস 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে খ্যাত। কবি বল্লভদাস অভিধা দিয়েছিলেন- গোবিন্দের কবিত্বগুণ, গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি। গোবিন্দদাসের আসল পদবি সেন। গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয়।

Question 28

চৈতন্যযুগ বলা হয় কোন সময়কালকে?

A. ১৩৫১-১৫০০ খ্রি.

B. ১৫০১-১৬০০ খ্রি. ✔

C. ১৬০১-১৮০০ খ্রি.

D. ১৭০১-১৮০০ খ্রি.

Solution:
বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবের ভিত্তিতে মধ্যযুগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:
১. প্রাকচৈতন্য যুগ: ১৩৫১ – ১৫০০ খ্রি.।
২. চৈতন্য যুগ: ১৫০১ – ১৬০০ খ্রি.।
৩. চৈতন্য পরবর্তী যুগ: ১৬০১ – ১৮০০ খ্রি. মতান্তরে ১৭০১ – ১৮০০ খ্রি.।

Question 29

শূন্যপুরাণ- এর অন্তর্গত রচনা কোনটি?

A. সেক শুভোদয়া

B. নিরঞ্জনের উষ্মা ✔

C. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

D. চর্যাপদ

Solution:
সুকুমার সেনের মতে, শূন্যপুরাণ এ 'নিরঞ্জনের উষ্মা' প্রকৃতপক্ষে- সহদেব চক্রবর্তীর রচনা।

Question 30

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি-

A. শবরপা ✔

B. সরহপা

C. আর্যদেবপা

D. তন্ত্রীপা

Solution:
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, শবরপাকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি বলে মনে করা হয়।

Back